বাংলা ভাষা এবং আধুনিকতা

হাছিনা আক্তার মিনি

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরাই একমাত্র 'জাতি', 'ভাষা-ভাষী' নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার যাদের আদায় করে নিতে হয়েছে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে। জীবন বাজি রেখে বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার বাঙালীকে দিয়ে গেছে। ভাষার জন্য জীবন বলি দেয়ার এ দিনটি একুশে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন) আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, পালিত হচ্ছে সগৌরবে। এদিক থেকে বাংলা ভাষাই পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ভাষা। সবচেয়ে বেশী দেশে ব্যবহৃত ভাষা নয় বলে কোনো দুঃখ নেই।

বাঙালীদের দ্বারাই সেই রক্তস্নাত অর্জনের অবমাননা দেখতে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠে। কষ্টার্জিত সেই অধিকারকে দু'পথে মাড়িয়ে নিজেদের করছে বঞ্চিত, ভাষাকে করছে অসম্মানিত। দুর্ভাগা বাঙালী নিজের মায়ের ভাষাকে বিসর্জনের খেলায় মেতে উঠেছে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে...

এই নির্লজ্জ খেলার প্রতিযোগিতা চলছে দেশে-বিদেশে সর্বত্র। যে ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অংশ, যা আমাদের গর্বের ধন সবাই মিলে তাকে যেন বলি দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে তথাকথিত আধুনিকতার মোহে।

রবিবার বাংলা পাঠশালাতে পড়াতে গিয়ে দুঃখজনক কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বাঙালীরা তাদের সন্তানদের বাংলা পাঠশালায় পাঠায় শুধু 'আরবি' পড়ানোর জন্য। আমরা মুসলমান আমাদের নামাজ, কোরআন পড়া শিখতে হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমরা যে বাঙালী ও আমাদের সন্তানদের মায়ের ভাষা শেখানো যে আমাদের কর্তব্য সেটা মানতে চান না বাঙালী মা-বাবারা।

তাদের বক্তব্য, বাংলা শেখাতে হবে না, বাংলা জানে, বোঝে, বাংলা তো বাসাতেই শেখে, সেই শেখার, জানার, বোঝার ধরণ দেখলে দুঃখে কান্না পাবে। তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু জিজ্ঞেস করলে ইংরেজির ঢঙে দু'চারটা বাংলা শব্দ এমনভাবে বলে যেন ওদের চৌদ্দ পুরুষ ইংরেজিতে কথা বলে আসছে- ওরাই প্রথম বাংলা শিখছে। এরা অন্য বাঙালী বাচ্চাদের সাথে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে যেন বাংলা নামে কোনো ভাষা এদের জানা নেই। ইংরেজিই তাদের মাতৃভাষা।

প্রথমেই বলে নিচ্ছি ইংরেজি ভাষার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বহুজন ব্যবহৃত এই ভাষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। নিজের মায়ের ভাষাকে ভালবেসে যথাযথ সম্মান দিয়েও ইংরেজিতে দখল নেওয়া যায় সে কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই। পৃথিবীতে এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে, ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয় এমন অনেক ভাষা-ভাষী ছিলেন, আছেন যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্যে, চিকিৎসা জ্ঞানের সব শাখায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, রাখছেন, পৃথিবী জয় করেছেন, মহাশূন্য জয় করার পথে চলছেন এরা কেউই নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজি নির্ভর হয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাননি। এদের শিক্ষার ভিত্তি ছিল মাতৃভাষা। এরা ইংরেজিতে নিজেদের দখল মজবুত করেছেন।

অনেক বাঙালীও বিজ্ঞান, সাহিত্যে, অর্থনীতি, চিকিৎসা বিদ্যায় বিশ্বজুড়ে অবদান রেখেছেন, রাখছেন। তাদের কেউ বাংলা ভাষাকে বর্জন করে আধুনিক হওয়ার বা সফলতার শীর্ষে পৌঁছানোর চেষ্টা করেননি। বাংলা তথা মাতৃভাষা ছিল তাঁদের শিক্ষার শুরুন্ন, পথের পাথেয়...

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেছেন- পরে অনুবাদ ইংরেজিতে হয়। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ভাষা ছিল তাঁর সৃষ্টির শিকড়, উৎস।

ডঃ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। তাঁর জীবনে, শিক্ষায় কোথাও বাংলা ভাষা বর্জনের উদাহরণ নেই। তাঁর চিন্তা-চেতনা, কাজের প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন বাংলা ভাষা-ভাষীদের নিয়ে, বাংলার মাটিতেই। তিনি বিশ্বজয় করেছেন, বাংলা ভাষা তাঁর সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু।

জগতের সফল, বিখ্যাত মানুষগুলো– যারা সভ্যতার বিকাশে উন্নতিতে অনবদ্য অবদান রেখেছেন, রাখছেন এরা নিজের মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে কখনোই অন্যের ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেননি, করেন না। মাতৃভাষাই তাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সেজন্যই আজ তাঁরা সফল, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, অনুকরণীয়, অসুসরণীয়, পূজ্য ব্যক্তিত্ব।

আজকের দিনে বাঙালী মা-বাবার সন্তানদের বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা দেখানো, বাংলা বর্জনের অনুশীলন তাদের মা-বাবারাই দায়ী। তারাই ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা ভাষাকে গুরুন্নত্বহীন ভাবতে শেখান। বাচ্চাকে সপ্তাহে পাঁচদিন 'ইংরেজি স্কুলে' নিতে কারো কোনো কষ্ট হয় না। সেটাকে 'অবশ্য করণীয়' এর 'বিকল্প নেই' এভাবেই গ্রহণ করেছেন। সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টার জন্য বাংলা শেখাতে নিয়ে যেতে এই মা-বাবাদের অজুহাতের শেষ নেই। ব্যস্ত, দাওয়াত আছে, বাচ্চারা ক্লান্ত, বাংলা শিখতে চায় না,...বাংলা পছন্দ করে না...ইত্যাদি...ইত্যাদি। আস্তে আস্তে তারা বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি থেকে সরে যায় অনেক দূরে। এভাবেই মা-বাবারা তাদের সন্তানদেরকে বাংলা ভাষা অপ্রয়োজনীয় গুরুন্নত্বহীন ভাবতে, অবহেলা করতে, অসম্মান দেখাতে ইন্ধন যোগান। অল্প শিক্ষিত মা-বাবা তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলায় কথা বলাকে অসম্মানের মনে করেন। তাদের ভাবনা বিদেশে থেকেও তাদের সন্তানরা যদি অনর্গল ইংরেজি না বলে বাংলায় কথা বলে এটা লজ্জার। দেশের মানুষের কাছে তাদের মান-সম্মান থাকবে না। তারা দু'চারটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে সন্তানদের ইংরেজি বলায় উৎসাহিত করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অলিতে-গলিতে 'ইংলিশ স্কুল' গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো। সেখানে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে সবার মধ্যে বিদেশী হওয়ার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে। এটা যেন ইংরেজি শেখা নয়, বাংলা ভাষা বর্জনের তুমুল প্রতিযোগিতা। কে কত কম বাংলা শব্দ ব্যবহার করে...নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করার অপচেষ্টা।

টিভি সাক্ষাৎকারে শিল্পীরা পালস্না দিয়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। যে যত কম বাংলা শব্দ ব্যবহার করবে সেই-ই তত আধুনিক ও যুগোপযোগী।

গানের প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে না, যখন দেখি বিচারক হিসেবে বসা বাংলা গানের শিল্পীরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে নবীন শিল্পীদের প্রতি তাদের প্রশংসা, নিন্দা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আদেশ-উপদেশ সবকিছু প্রকাশ করেন। যেন বাংলা শব্দের বড় 'অভাব পড়ে যায়' ইংরেজি শব্দ ছাড়া কোনো জুৎসই বাংলা শব্দ খুঁজে পান না (ফাহমিদা নবী..পার্থ বড়ুয়া...) এই স্ববিরোধী আচরণ কি মেনে নেয়া যায়?

খারাপ লাগা সীমা ছাড়িয়ে যায় যখন রন্নমা লায়লার মতো দেশ বরেণ্য শিল্পী কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন বাংলা গান নয়, ইংরেজি গানের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। সেরা কণ্ঠে শাকিলা জাফরের ইংরেজি শব্দ এমনভাবে ব্যবহারের মাত্রা সত্যিই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তিনি যেন ইংরেজ দেশে জন্ম, বেড়ে উঠা ইংরেজি গানের গায়িকা, বাংলা গানের প্রতিযোগিতায় অতিথি বিচারক হিসেবে আনা হয়েছে তাঁকে।

সর্বশেষ নির্লজ্জতা এবং বিকৃতি দেখলাম 'সেরাকণ্ঠ' অনুষ্ঠানের একটি পর্বে 'একটা মেয়ে' ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে ইংরেজি গানের সুরে 'আই লাভ মাই ঢাকা' গেয়েছিল এবং বিচারকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। সত্য সাহার মতো সুরকারের সন্তান সংগীত পরিচালক ইমন সাহাও ইংরেজিতে গেয়ে উঠলেন 'আই লাভ ইউর ভয়েস, 'আই লাভ ইউর সিংগিং...'– কি ভয়াবহ তামাসা বাংলা গানের প্রতিযোগিতা নিয়ে! অথচ একই প্রতিযোগিতায় কনক চাঁপা রেগে মন্তব্য করতে চাননি একজনের গানের, সেটা গজলের সুরে বাংলা গান হয়েছিল বলে...

অপূর্ব, অসাধারণ, শ্রুতিমধুর, ধরে রাখবে, চেষ্টা চালিয়ে যাবে এই শব্দগুলো শহর-গ্রাম সব জায়গার মানুষের কাছে পরিচিত ও বোধগম্য। কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারি না যারা সংস্কৃতির ধারাবাহক, যাঁরা গানের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতে অগ্রদূত হিসেবে কাজ করবে...বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, সহস্র বাংলা শব্দ যাদের অন্তর থেকে সুরে সুরে গান হয়ে বেরিয়ে এসে লড়া মানুষের হৃদয় জয় করে ভাললাগার আনন্দে উদ্ভাসিত করে, এরাই নবীন শিল্পীদের প্রশংসায়, পথনির্দেশনায় বাংলা শব্দ খুঁজে পান না...ইংরেজি শব্দই হয় তাদের অবলম্বন। কেন এই দৈন্যতা?

পাশাপাশি বাংলাদেশের টিভি অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে হানিফ সংকেত উপস্থাপিত 'ইত্যাদি' ভাললাগার জোয়ার বইয়ে দেয় হৃদয়ে। একটাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে অসংখ্য বাংলা শব্দের সুসমন্বয় ঘটিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, শিক্ষণীয় করে তোলেন। প্রত্যেকটি শব্দ শ্রুতিমধুর, বোধগম্য এবং উপভোগ্য। হানিফ সংকেত বরাবরই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন বাংলা ভাষা এমনই একটি সমৃদ্ধ ভাষা– জীবনকে আনন্দময় করতে, উপভোগ করতে, আধুনিক ও উন্নত করতে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, অন্য ভাষা ধার করতে হয় না।

তাঁর উপস্থাপনা অন্তর ছুঁয়ে যায়। তাঁর মতো শিল্পীই ভাষা, সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক-বাহক। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠা করতে, ভাষার ঐতিহ্যমূল্যবোধ ধরে রাখতে তাঁর মতো প্রতিনিধি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। অবনত মস্তকে সালাম জানাই এই ভাষা সৈনিককে– যিনি রক্তস্নাত অর্জন বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা, উত্তরসূরীদের কাছে যথাযথ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়ার মহৎ উদ্যোগ জানিয়েছেন এবং নিষ্ঠার সাথে তা পালন করে যাচ্ছেন।

দুঃখের সীমা থাকে না যখন দেখি উচ্চ শিক্ষিত মা-বাবারা গর্ববোধ করে বলেন, 'আমার বাচ্চা বাংলায় কথাই বলতে পারে না, চায়ও না, বাংলা অনুষ্ঠান, বাংলা গান পছন্দ করে না, বিরক্তিকর মনে করে...আমরা জোর করি না...কারণ এতে বাচ্চার মস্তিষ্কে চাপ পড়ে, স্বপ্ন কল্পনা বিভ্রান্ত হয়, ওরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, জীবনে সফল হতে পারবে না– যেহেতু এটাই তাদের দেশ, এখানে বাংলা কোনো কাজে আসবে না, কি হবে বাংলা শিখে? বাংলায় কথা বলে? বাংলা শেখার জন্য চাপ দিয়ে সন্তানের চিন্তা-ভাবনা বিভ্রান্ত করতে চাই না...এ যেন কালকের বৈরাগী আজকে ভাতকে প্রসাদ বলে।

অধ-পতিত চিন্তা-চেতনার এই যে বহিঃপ্রকাশ– এদের প্রতি নিন্দা জানানেরা ভাষা আমার নেই। এই মা-বাবারা বাংলায় কথা বললে সন্তানরা উত্তর দেয় ইংরেজিতে। এরা বাংলা বোঝে কিন্তু বাংলায় কথা বলবে না। এটা বাংলা ভাষার প্রতি কত বড় অবজ্ঞা, এই মা-বাবারা দিনের পর দিন এই গর্হিত কাজটিতে সহযোগিতা করে চলেছেন (দু'চারজন ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন)।

অনেক উচ্চ শিক্ষিত মা-বাবা আরও এক ধাপ এগিয়ে আছেন। এরা ছেলেমেয়েদের সাথে সব সময়ই এমনভাবে ইংরেজিতে কথা বলেন যেন এটাই তাদের মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা নামে কোনো ভাষা তাদের জানা নেই। এই শিক্ষিত মা-বাবার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের ভেতর মায়ের ভাষার প্রতি আগ্রহ, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা। অথচ তারাই আধুনিকতার দোহাই দিয়ে সন্তানদের সফল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় বাংলা ভাষাকে বর্জনের মতো 'হীন' খেলায় মেতে উঠেছেন।

যাদের সবচেয়ে বেশি বোঝার কথা– বাংলা ভাষাকে সাথে নিয়েই তাদের সন্তানেরা আধুনিক হতে পারে, পারে সফলতার আকাশ ছুঁতে। মাতৃভাষাকে অবহেলা-অসম্মান দেখানো তো মাকেই অবহেলা-অসম্মান করার শামিল। শিক্ষিত মা-বাবারা (তবে কি এরা তথাকথিত শিক্ষিত) কি করে এরকম ন্যাক্কারজনক কাজে সন্তানকে সমর্থন দিয়ে যেতে পারেন।

বাংলা অনুষ্ঠান, বাংলা মেলায় গিয়ে এদের সন্তানরা অনর্গল ইংরেজি ভাষায় কথা বলে যায়। মা-বাবারা সেই অবমাননাকর দৃশ্য চিত্রায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে চলেন। দেখে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। অপরাধবোধ ধিক্কার দেয় সালাম, রফিক ও জাব্বার এই ভাষায় কথা বলার অধিকার বাঙালীদের ফিরিয়ে দিতে নিজেদের প্রাণ বলি দিয়েছিল। তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অধিকারকে শ্রদ্ধা করা, রক্ষা করা, উত্তরসূরীদের কাছে সসম্মানে পৌঁছে দেয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

উচ্চ শিক্ষিত অনেক বাঙালী মা-বাবা তাদের দু-এক বছরের বাচ্চার মুখে প্রথম বুলি মায়ের ভাষা বাংলা শব্দ দিয়ে না করিয়ে ইংরেজি শব্দ দিয়েই দেন মাম, ডেড, সিট, নো, কাম হিয়ার, ডোন্ট ডু দিস' ইত্যাদি শব্দ শেখান। পৃথিবীর শাশ্বত নিয়ম সন্তানের মুখের প্রথম বুলি হবে তার মায়ের ভাষায়। বাঙালী শিক্ষিত মা-বাবাদের বিকৃত চিন্তা-চেতনার জন্যই সেই শাশ্বত অধিকার থেকে বাঙালী সন্তানরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই চিরন্তন অনুভূতি চাওয়া ইংরেজি বিচ্ছেদ নয়।

যে দেশে টিভি ছাড়লেই ইংরেজি, ঘর থেকে বের হলেই ইংরেজি, শিড়্গা প্রতিষ্ঠান, রাস্ত্মা-ঘাট সর্বত্রই ইংরেজির ব্যবহার, শিড়্গার মাধ্যম ইংরেজি। স্বাভাবিক নিয়মে বাচ্চারা ইংরেজি শিখবে, কথা বলবে। সন্ত্মানের মুখে প্রথম বুলি ইংরেজিতে করানোর অস্থিরতা কেন? কেন এই আত্মবিসর্জন?

এই হীন প্রচেষ্টা শুধু ধিক্কারেরই দাবী রাখে। এই মা-বাবাদের কাছে আমার প্রশ্ন, 'আপনার ছোট বাচ্চাকে বাংলা শব্দ না শিখিয়ে ইংরেজি শব্দ শেখাচ্ছেন, সেটা আদৌ তারা ধরে রাখতে পারে? আপনার উচ্চারণ এদেশের উচ্চারণ থেকে আলাদা নয় কি? শিড়্গা প্রতিষ্ঠানে এ দেশী উচ্চারণেই ইংরেজি শেখানো হয়। কেন তবে নিজের সন্ত্মানকে বঞ্চিত করেন আপনার মহামূল্যবান সম্পদ মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার থেকে?

একাধিক ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে এমন বিদ্যালয়গুলোতে যারা একাধিক ভাষায় পারদর্শী তাদেরকে কর্তৃপড়্গা সম্মানিত ও উৎসাহিত করেন। অনেক 'চীনা' এবং 'গ্রীক' ছেলেমেয়ে এ পুরষ্কার পেয়েছে। তারা যেমন নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারে, তেমনি ইংরেজিতে মাতৃভাষা বর্জনকে যারা আধুনিকতা ও সফলতার চাবিকাঠি মনে করেন এই পদড়্গেপ তাদের চিন্ত্মা-চেতনায় এতটুকু আঁচড় কাটে না?

অনেক ভারতীয়, গ্রীক, চীনা এবং অন্যান্য ভাষা-ভাষী লোকেরা তাদের পরিবারের লোকজন বা স্বদেশীদের সাথে নিজের ভাষাতেই কথা বলে অন্যদেশীদের সাথে (একদম অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণেই) ইংরেজিতে কথা বলে। এরা আধুনিক, এর পিছিয়ে নেই কোনোদিকে আমেরিকান বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, জাপানী, চীনা এসব দেশের লোকেরা নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্য অড়্গুন্ন রেখেই নিজস্বতা, স্বকীয়তাকে ধরে রেখেই আজ উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছে, অন্যের ভাষা, কৃষ্টি ঐতিহ্য ধার করে নয়। অনেক বাঙালী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত শিড়্গা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে, পাচ্ছে এদের শিড়্গার ভিত্তি মাতৃভাষা। সেই ভিত্তি এতই মজবুত ছিল যে তারা ইংরেজিতেও পারদর্শী হতে পেরেছে, জ্ঞানের সমুদ্র পাড়ি দিতে পেরেছে, পারছে। তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি কিন্ত্মু বাংলা বর্জন ছিল না। এরা নিজের অস্ত্মিত্ব ভুলে যায়নি, বলি দেননি নিজের মায়ের ভাষাকে, ঐতিহ্যকে।

প্রয়োজন ছাড়াও বাঙালীরা নিজ সমাজের আচার-অনুষ্ঠানে যেভাবে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চলছে এভাবে বাংলা শব্দ বাদ দিয়ে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চলতে থাকলে একদিন বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর কোনো অস্ত্মিত্বই থাকবে না। আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত আমাদের সমাজে এই ভাষার ব্যবহার যত বেশী করে নিজেদের, সন্ত্মানদের অভ্যস্ত্ম করতে পারি, এর স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারি, যত বেশী জোরালো দখল নিজের ভাষার উপর থাকবে তার যোগ্যতা তত শক্তিশালী হবে। সে হবে সত্যিকার আধুনিক সফল ব্যক্তি। যে নিজের ভাষায় পারদর্শী নয়, অন্যের ভাষা সর্বস্ব হয় সে কিসের আধুনিক?

আমাকে অনেকেই বলেছেন, এখনো বলছেন, যে দেশে এসেছেন পারবেন না ছেলে-মেয়েদের বাংলায় কথা বলাতে, ওরা এখন এই দেশী, বড় হলে ওরা ইংরেজি ছাড়া কথাই বলবে না। আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই। আমার চেষ্টা আমি চালিয়ে যাবো। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবো। আমি আমার সন্ত্মানদের মাতৃভাষাকে অবহেলা, অসম্মান করতে ইন্ধন জোগাবো না। মা-মাতৃভাষা, মাতৃভূমির প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমি কখনো বাংলা বর্জনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবো না। সন্ত্মানদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এটা নিজের বিবেকের কাছে প্রতিশ্রম্নতি।

আমার মনে হয় সেই চেষ্টাতে আমি কিছুটা সফলও হয়েছি। আমার সন্ত্মানরা আমার কথার জবাব ইংরেজিতে দেয় না। ওদের সব সময়ই শেখনোর চেষ্টা করেছি, করছি বাঙালীদের সাথে ইংরেজিতে কথা না বলতে, কেননা ঘর থেকে বের হলে সর্বত্র ইংরেজি বলতে হয়। বাংলা বলা লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই বাঙালীদের সাথে যেন বাংলাতে কথা বলে। এতে বাংলা-চর্চা হবে, শব্দগুলো ভুলে যাবে না। কথা বলতে বলতে অনেক নতুন শব্দ শিখবে। এটাই কৃতিত্ব যে ইংরেজির বেড়াজালে থেকেও মায়ের ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে।

আমার দু'সন্ত্মান– মেয়ে লগ্ন, ছেলে প্রহর। এই নামগুলো শুনে কেউ মন্ত্মব্য করেছেন হিন্দু নাম। বাংলা শব্দ তথা বাংলা ভাষা কি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর একার? সমগ্র বাঙালী জাতির নয়? আমার মেয়ে শুদ্ধ বাংলায় গুছিয়ে কথা বলতে পারে, সেটা আমাদের অনেক দিনের চেষ্টার ফসল। ছেলেকেও শেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অস্ট্রেলিয়ায় আসার সাড়ে ছয় বছর পর নিজের দেশে যাওয়ার সুযোগ হয় গত বছরের শেষের দিকে। যাওয়ার আগে বাচ্চাদের বলেছি বাংলাদেশে গিয়ে কারো সাথে ভুল করেও ইংরেজিতে কথা বলবে না। ওখানে সবাই বাঙালী, ওদের সাথে বাংলায় কথা বললে ওরা খুব খুশী হবে। আর তোমরা অনেক নতুন বাংলা শব্দ শুনবে, শিখবে। বাচ্চারা আমার নির্দেশ অড়্গারে অড়্গারে পালন করে। সবাইকে অবাক করে দিয়েছে, অনেকে বলেছেন, মনেই হয় না এই বাচ্চারা বিদেশে থাকে।

অবশ্য কিছু তথাকথিত আধুনিক আত্মীয়– যারা প্রয়োজন ছাড়াই অনবরত ইংরেজি বলে বিদেশী সাজার চেষ্টা করে তারা এবং তাদের সন্ত্মানরা আমার বাচ্চাদের সম্পর্কে বলেছে, এরা বোধহয় অস্ট্রেলিয়াতে কোনোমতে থাকে– কোনো ইংরেজি স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি তাই বাংলায় কথা বলছে। ওরা আসলে ইংরেজি জানে না। শুধু হাসলাম তাদের চিন্ত্মার দৌড় দেখে।

আমার বাচ্চাদেরকে অবাক ও হতাশ করেছে ওদের ইংরেজি চর্চার ধরণ, বাংলা বর্জিত ইংরেজিঅন্ত্ম আচার-আচরণ। বাচ্চারা মন খারাপ করে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'মা এই বাচ্চাগুলি এবং ওদের মা-বাবা নিজেদের মধ্যে, অন্যদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলছে কেন? ওরা কি বাঙালী নয়? বাংলাদেশ কি তাহলে ওদের দেশ না?'– এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। কিছু সুশিড়্গিত আত্মীয় অবশ্য বাহবা দিয়েছেন। বলেছেন, তুমিই সত্যিকারের বাংলা মা। বিদেশে থেকেও নিজের ভাষাকে, দেশকে সন্ত্মানদের চিন্ত্মা-চেতনায় কর্মে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে...আমি বলেছি, এটা আমার কর্তব্য, স্বপ্নের প্রতিফলন, সুখের উৎস, বাহবা পাবার জন্য নয়, নিজের ভিতরের তাগিদেই এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো যতদিন বেঁচে থাকি। নিজের সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা।

আমার ছেলের দু'টো কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত্ম আমার স্মৃতিতে অম্লান থাকবে। মনে ভাললাগার, আনন্দের শীতল হাওয়া বইয়ে দিবে।

একঃ একদিন সে তার এক এইদেশী বন্ধুর গল্প করছিলো। বন্ধু তাকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছে, আমি ওকে বলেছি তুমি কি উত্তর দিয়েছো? ও বললো , জানি না কি বলতে..'(ওর কথার ধরণ মজার), আমি ইংরেজিতে উত্তর বলে দিয়েছিলাম, ও সাথে সাথে মন খারাপ করে আমাকে বলেছে, 'মা, তোমার বাংলা আমার পছন্দ। আমি বলেছি 'মানে কি? ও বলেছে, 'তুমি যখন বাংলা কথা বলো খুব ভাললাগে। তোমার বাংলা শুনতে চাই মা, তোমাকে খুব পছন্দ করি মা, তুমি ইংলিশ বলবে না। ও (প্রহর) এখনো ততটা গুছিয়ে কথা বলতে পারে না।

ওর এই সহজ অভিব্যক্তি আমাকে কাঁদিয়েছে। এ কান্না আনন্দের, প্রাপ্তির। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার ভেতর এই অনুভূতি জন্মেছে– সে মায়ের মুখে মায়ের ভাষাই শুনতেই চায়। এটা কি বিদেশে ইংরেজির রাজ্যে বসবাসকারী কোনো মায়ের দুর্লভ প্রাপ্তি নয়?

দুইঃ রবিবার 'বাংলা পাঠশালা'তে পড়ানোর সময় প্রহর আমার ছেলে এসে কাঁদছে, ভীষণ মন খারাপ তার। জিজ্ঞেস করেছি, কি হয়েছে? কেন কাঁদছো? গভীর শোকে আহত সে। বহু কষ্টে বললো, আমি আর এখানে বাংলা পড়াতে আসবো না', কেন? ওরা সবাই পচা, ওরা আমার সাথে ইংলিশে কথা বলছে কেন? আমি কি ইংলিশ? আমি তো বাংলা, ওরাও বাংলা, পছন্দ করি না যখন ইংলিশ বলো।

আমার ছেলের জন্ম এদেশে। ও নিজেকে বাঙালী হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। বাঙালীদের সাথে বাংলায় কথা বলতে চায়। বাংলা ভাষা যে ওর কোমল হৃদয়ের গভীরে ঠাঁই করে নিয়েছে এটা একজন বাঙালী মায়ের জন্য নিঃস্বন্দেহে বড় অর্জন। বিশাল প্রাপ্তি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আবেগে আপস্নুত হয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি। অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে দোয়া করেছি। এই অনুভূতি মায়ের ভাষার প্রতি গভীর ভালবাসা, এই আদর্শ নিয়েই যেন ও বড় হয়ে উঠে। জীবনে সফলতার আকাশ ছুঁতে পারে...

'বাংলা পাঠশালা'র বাচ্চাদের সব সময় শেখাতে চেষ্টা করি বাঙালীদের সাথে বাংলায় কথা বলতে। আমার বাচ্চারা কোনো ইংরেজি শব্দ শিখে বাসায় এসে বললে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি সেই শব্দের বাংলা অর্থ ওদের শেখাতে। দুটোই জানুক। ওরা সব সময় টিভিতে বাচ্চার অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পছন্দ করে তাই বাংলা সিডি এনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছি। ওদের ছোটবেলা থেকেই আমার চেষ্টা যেন ওরা শুধু ইংরেজিতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। ওরা 'মীনা', 'ঠাকুরমার ঝুলি' বাংলা মি. বন 'টম অ্যান্ড জেরি' আরও অনেক বাংলা অনুষ্ঠান দেখে– বাংলা নাটক, গানের প্রতিযোগিতা ওরা আমার সাথে দেখে, উপভোগ করে, ওদের ভিতর বাংলা অনুষ্ঠানের জন্য ভাললাগা তৈরি হয়েছে– সেটাই ছিল আমার চেষ্টা এবং পাওয়া।

টিভি খুললেই ইংরেজি, এই ইংরেজির ভিড়ে যেন আমার মায়ের ভাষা হারিয়ে না যায়। আমার মায়ের ভাষা যেন ওদেরও 'মাতৃভাষা' হিসেবে স্থান পেয়ে বেঁচে থাকে ওদের চিন্তা, হাসি, আনন্দে। দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোতভাবে সত্ত্বার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে– এই প্রচেষ্টা আমার অব্যাহত থাকবে– এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা।

ভাষা একটা জাতির মেরম্নদন্ড, সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ঐতিহ্য। সেই ভাষাকে প্রতিনিয়ত অন্য ভাষার শব্দের অহেতুক ব্যবহারের মাধ্যমে যদি আধুনিকায়নের অপচেষ্টা চলতে থাকে একদিন হারিয়ে যাবে স্বকীয়তা, নিজস্বতা, সবকিছু। ভাষার অস্তিত্ব মুছে বাংলা ভাষা হয়ে যাবে বিলুপ্ত– অন্তত বিদেশে বসবাস করা বাঙালী সমাজ থেকে। কোনো সত্যিকারের শিড়্গিত, সচেতন, দেশ প্রেমিক, ভাষা প্রেমিক কি তা হতে দিতে পারে?

অস্ট্রেলিয়াবাসী এবং বাংলাদেশের বাঙালীদের উদ্দেশ্যে বলছি– আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনারা নিজের সন্তান, মা, বাবা, স্ত্রী, আত্মীয় পরিজন এবং সকল বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে বাংলায় কথা বলা অব্যাহত রাখুন। এতে আপনাদের সম্মান এতটুকুও ড়্গুন্ন হবে না। বাংলা ভাষা ভাল করে শিখে, সন্তানদের শিখিয়ে নিজেদের মেরম্নদন্ড সোজা রাখুন। বাংলা ভাষা চর্চা অব্যাহত রাখুন। একে হারিয়ে যেতে দিবেন না তাহলে নিজের সত্যিকার পরিচয় মুছে যাবে, হারিয়ে যাবেন আপনারা, আপনাদের সন্তানরাও। মনে রাখবেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

চলুন অতীতের সব ভুলগুলো শুধরে নিই। মায়ের ভাষাকে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। নিজের সন্তানদের কাছে এর গুরম্নত্ব তুলে ধরি। ওদের মনের গহীনে সম্মান ও গভীর মমতার সাথে বাংলা ভাষাকে মায়ের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। এই মহান দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার হোক আমাদের আগামী দিনের পথচলা।